মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম,পি, এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ ইং ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম,পি;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

প্রথমেই আপনাকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে গত ৮ মার্চ, ২০১২ ইং তারিখে আপনার সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতের কথা আনন্দের সাথে স্মরণ করছি। ঐ সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছিল।

মাননীয় মন্ত্রী,

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে একত্রে কাজ করছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। তাছাড়া ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং নতুন প্রায় ৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ঋণাত্মক গতি লক্ষ্য করার মত। **ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এর পরিমান ডিসেম্বর, ২০১২-তে রেকর্ড ১২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমান জুন, ২০১২-তে ১২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ২৮ শতাংশ এবং কাঁচামাল আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ১২ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরে এক অংকের কোঠায় (৫.৯ শতাংশ) নেমে আসার পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া এবং ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ।** এর নেতিবাচক প্রভাব সরাসরি বেসরকারি খাতের উপর পড়বে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ১৯.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সরকারি খাতে বিনিয়োগ একই সময়ে ৫.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের হার হ্রাস পাচ্ছে। দেশের ভৌত অবকাঠামোর জন্য এগুলো সুসংবাদ নয়। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মনে করে দেশে সার্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও গতিশীলতা বজায় রাখা খুবই জরুরী। চলতি অর্থবছরে সরকার ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যাপ্ত ইউটিলিটির অভাব বিনিয়োগের পরিস্থিতি আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় এ অর্থবছরে প্রাক্কালিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং বলে আমরা মনে করছি।

তবে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ও প্রসার, রপ্তানি বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **ঢাকা চেম্বার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সব সময় সহযোগিতা করে আসছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাথে ঢাকা চেম্বার প্রায়ই যৌথভাবে বিভিন্ন ব্যবসায় সহায়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া সরকারের রপ্তানি ও আমদানি নীতি সংক্রান্ত যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা/**

মতামত সব সময় ঢাকা চেম্বার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে। চেম্বারের এসব কর্মকান্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগের পরিচয় বহন করে।

মাননীয় মন্ত্রী.

আমি এখন ব্যবসায়ীদের পক্ষ হতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সমস্যা এবং তার প্রতিকারের বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

১। <u>ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসকরণ</u> ঃ

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হয়। এমনিতেই ব্যবসায়ীদেরকে ব্যাংক থেকে অতি উচ্চ সুদ হারে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে, তার উপর ঘন ঘন জ্বালানী ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যার কারণে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিদেশী পণ্যের সাথে আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। **ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।**

২। <u>গ্যাস ও ইউটিলিটি সংযোগ</u> ঃ

অনেক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতি আমদানি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। কিন্তু নতুন গ্যাস সংযোগ না দেয়ায় নতুন স্থাপিত কারখানাগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে এবং তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না। **এর ফলে নতুন বিনিয়োগ শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্য তৈরিতে অবদান রাখতে পারছে না। সরকারের এ ধরনের নেতিবাচক কর্মকান্ড দেশী- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভুল বার্তা দিচ্ছে বলে আমরা মনে করি।** তাছাড়া বর্তমান সরকারের ৬ষ্ট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। এজন্য শিল্প কারখানায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, বিদ্যুত ও ইউটিলিটি সংযোগ প্রদান করে ব্যবসায়ী তথা দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি রোধ করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করছি।

৩। <u>দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা</u> ঃ

নতুন শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কারণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হয় তাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুবই কঠিন হয়ে গেছে। **তাই এ ক্ষতি লাঘবের জন্য যে সকল চূড়ান্ত পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল চূড়ান্ত পণ্য (Finished goods) আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।** সেই সাথে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ না করা হয় সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। আমদানি নীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভায় ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এ কমিটিতে ডিসিসিআই এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঢাকা চেম্বারের প্রায় ১৪ হাজার সদস্য কোন না কোন ভাবে শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সাথে জড়িত। কাজেই ঢাকা চেম্বারকে এ কমিটিতে রাখা হলে এই কমিটি আরও শক্তিশালী ও কার্যকরী হবে এবং কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

৪। <u>রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা</u> ঃ

বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে রপ্তানি বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বাণিজ্যিক ভারসাম্য সর্বদাই আমাদের প্রতিকূলে অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে থাকি তার চেয়ে অনেক বেশী আমদানি করে থাকি। তাই আমাদের প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখতে হলে রপ্তানি বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে নতুন নতুন রপ্তানি যোগ্য পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে। **বাংলাদেশের রপ্তানি মূলতঃ গুটি কয়েকটি বাজার ও পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই আসে মাত্র চারটি বাজার যেমন ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাপান থেকে। অন্যদিকে ৮৮ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে মাত্র পাঁচটি খাত যেমন নিটওয়্যার, ওভেন, হিমায়িত মৎস্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে। তাই ঢাকা চেম্বার মনে করে এসব প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে ঢাকা চেম্বার কাজ করতে আগ্রহী।**

৫। **অপ্রচলিত পণ্যের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ ঃ**

বাংলাদেশে বেশ কিছু অপ্রচলিত কিন্তু খুবই সহজলভ্য পণ্যের বিকাশ সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাজারে শুকনো পেঁপে, কমলা, আনারস, কলা, পেয়ারা খুবই সমাদৃত। এমনকি আনারসের পাতা থেকেও ফাইবার তৈরী হচ্ছে। মালয়েশিয়ার উন্নয়ন শুরু হয়েছিল পাম ওয়েল রপ্তানির মাধ্যমে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও এ পাম ওয়েল গাছ চাষ শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশের সকল জেলা পাম চাষের উপযোগী। কিন্তু পামফল বাজারজাতকরণ, পাম ওয়েল তৈরীর কারখানা না গড়ে উঠায় এবং কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এর বিকাশ হচ্ছে না। **এ ধরনের সম্ভাবনাময় শিল্পের বিকাশের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে অনেক উদ্যোক্তা সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন। যথাযথ গাইড লাইন এবং সহযোগিতার অভাবে তারা সফল হতে পারছেননা। তথ্য প্রযুক্তির সুবিশাল সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।** শুধুমাত্র তৈরী পোষাক নির্ভর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে ঝুঁকি রয়েছে তা লাঘব করার জন্য এ ধরনের নতুন ও অপ্রচলিত খাত খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য এবং ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলোর যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের টেকনোলোজি কাজে লাগাতে হবে। **ঢাকা চেম্বার এ ধরনের অপ্রচলিত এবং সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং পলিসি সাপোর্ট প্রদানের জন্য একটি Innovative Cell প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে সহায়তা কামনা করছি।**

৬। **বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণ ঃ**

বাংলাদেশের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদেশে অবস্থিত মিশনগুলোকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তাদের প্রধান কাজ হলো বাংলাদেশী পণ্যের বাজারজাতকরণে যথাযথ ভূমিকা রাখা। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, এ মিশনগুলো আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশের বেসরকারী খাত এসব মিশনের মাধ্যমে তেমন কোন উপকার পাচ্ছে না। **এজন্য ঢাকা চেম্বার- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আমরা প্রতিটি মিশনে বেসরকারী খাতের একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করছি।** এ প্রতিনিধি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সরাসরি সহযোগিতা করবে। বিনিময়ে সেবা গ্রহণকারীর নিকট হতে উপযুক্ত কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তাগণ বিদেশে অর্থ খরচ করেও এ ধরনের সহযোগিতা পায় না। **এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, গত বছর ঢাকা চেম্বার International Trade Centre (ITC) এর সহায়তায় বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দুই দিন ব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করেছিল। এ ধরনের উদ্যোগ এবারও অব্যাহত রাখা হবে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনে নিয়োজিত কমার্সিয়াল কাউন্সিলরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবং বিল্ড এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হবে। কমার্সিয়াল কাউন্সিলরগণ তাদের মিশনে যোগদানের পূর্বে যাতে ঢাকা চেম্বারের এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।** ঢাকা চেম্বার রপ্তানি বাড়াতে রপ্তানি বাজার ও পণ্য বৈচিত্রকরণের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর বাজার বিশ্লেষণ ও বাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

৭। **বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ঃ**

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরো বেশি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইপিবি এর বোর্ডে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি সহ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সরকারী-বেসরকারি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ইপিপি'র বোর্ড পরিচালনা করলে এর দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৮। **বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা বহাল রাখা ঃ**

বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করার যে পদক্ষেপ আমেরিকার সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে; তা করা হলে আমেরিকায় বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হবে। এর ফলে অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **যে মুহূর্তে তৈরী পোশাকসহ বাংলাদেশের সকল পণ্যের জন্য ইউএস জিএসপি সুবিধা প্রদানের জন্য সর্বমহল থেকে বলা হচ্ছে, সে সময় এই জিএসপি সুবিধা বাতিলের বিষয়টি আলোচনায় আসা মানে হলো আমেরিকার বাজারে তৈরী পোষাকসহ সকল বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের বহুদিনের দাবী ম্লান করে দেয়া। এ ধরনের আলোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আমরা মনে করি।** বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এমনিতেই বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়; তার উপর আমেরিকা জিএসপি সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশের রপ্তানি হুমকির মুখে পড়তে পারে। সরকারিভাবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের জন্য ত্বরিৎ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

৯। <u>বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ</u>

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থায়ন সব চেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাপী এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী একটি ব্যবস্থা হচ্ছে Venture Capital। পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তানে Venture Capital নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা বাংলাদেশে অদ্যবধি অনুপস্থিত। বাংলাদেশে Venture Capital কোম্পানি গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Venture Capital কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে এর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। **ঢাকা চেম্বার এবং Business Initiative Leading Development (BUILD) বাংলাদেশে Venture Capital ব্যবসা বিকাশের জন্য একটি গাইড লাইন এবং নীতিমালা তৈরীর জন্য গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে Venture Capital নীতিমালা তৈরীর জন্য আপনার সমর্থন চাচ্ছি ও বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।**

১০। <u>ন্যাশনাল আইডি কার্ড ঃ</u>

আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই ভোটার আইডি কার্ডকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে রূপান্তর করে Digitally Available করা প্রয়োজন। **ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপ হলো দেশের সকল নাগরিককে Central Data Base এর আওতায় আনয়ন। এই ডেটাবেজের মাধ্যমে খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যে কোন নাগরিকের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দ্রুত, স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যাবে এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল নিবন্ধন কার্যক্রমে এই ডাটাবেইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং অর্থনৈতিক চিত্রে সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা সম্ভব হবে।**

১১। <u>প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ীক তথ্য অনলাইনে প্রতিস্থাপন ঃ</u>

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটি খুবই তথ্যবহুল যা ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা চেম্বারের ওয়েবসাইটটিকেও তথ্যবহুল এবং ব্যবসায়ী-বান্ধব করে প্রণয়ন করা হয়েছে। চেম্বারের সমস্ত প্রকাশনা এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন লাইনে সহজলভ্য করা হয়েছে, যাতে ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি ডিসিসিআই ওয়েবসাইটকেও বেছে নেয়। **অতি শীঘ্রই চেম্বারে B2B Web Portal চালু করা হবে যার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ অন-লাইনে যোগাযোগ সম্পন্ন করতে পারবেন। ঢাকা চেম্বারের ওয়েবসাইটের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের লিংক করা হলে ব্যবসায়ীরা আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পাবেন।**

১২। <u>চেম্বারের MOU পার্টনারদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ঃ</u>

ঢাকা চেম্বার ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট ৬৪টি চেম্বার এবং বাণিজ্য সংগঠনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে। এসব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বিজনেস টু বিজনেস (B2B) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ ধরনের নেটওয়ার্কের ফলে বাংলাদেশের পণ্য বিশ্বের বাজারে প্রবেশের জন্য আরও বেশী সুযোগ পাবে। **আমাদের উদ্দেশ্য হলো এসব চেম্বারে আমাদের পণ্য প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্যে MOU স্বাক্ষরকারী চেম্বারসমূহে আমাদের পণ্য প্রদর্শণের জন্য একটি করে Display Centre স্থাপন এবং তাদেরকে ঢাকা চেম্বারে Display Centre স্থাপনের প্রস্তাব করা হবে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।** এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করছি।

১৩। <u>প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ ঃ</u>

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছেন। এ সকল বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীক সফলতার মাধ্যমে অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। **এসব এনআরবি ব্যবসায়ীদেরকে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং এ দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে তাদেরকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে ঢাকা চেম্বারের সদস্যপদও দেয়া হবে। এজন্য ঢাকা চেম্বারে একটি Help Desk স্থাপনের মাধ্যমে NRB বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা চেম্বারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য একটি NRB Investment Forum** গড়ে তোলা।

১৪। বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের দেশের বাইরে ব্যাবসা পরিচালনার সুযোগ প্রদানঃ

বাংলাদেশে বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে অনেক বিদেশী সেবা প্রদানকারী কনসাল্টিং ব্যাবসা, কোরিয়ার ব্যাবসা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বাইং হাউসসহ অনেক বিদেশী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে ব্যাবসা পরিচালনা করে সহজেই আর্থিক সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও শিক্ষা, সফ্টওয়ার, বাইং হাউস, বিল্ডিং এন্ড ফ্যাক্টরী মেইনটেনেন্স, প্রিন্টিং খাত, ফার্মাসিউটিক্যাল, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য পণ্যসহ আরও অনেক খাতে প্রতিভাবান উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে যারা আমাদের জনশক্তিকে ব্যবহার করে বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। ইতোমধ্যে শ্রীলংকা লিখিতভাবে তাদের দেশে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বাংলাদেশকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। বেলারুশও বাংলাদেশকে তাদের দেশে ফার্মাসিউটিক্যালসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কনস্ট্রাকশন এবং সার্ভিস খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। **বাংলাদেশে গ্যাস, বিদ্যুৎসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা না থাকায় আমাদের এসব প্রতিভাবান উদ্যোক্তা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তদুপরি, বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগের জন্য আমাদের দেশে কোন আইন না থাকায় তারা বিদেশেও বিনিয়োগ করতে পারছেনা। দেশীয় উদ্যোক্তারা যাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে সেজন্য আমাদের দেশে অবিলম্বে এ বিষয়ে আইন প্রনয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।** এতে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে এবং দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে। এছাড়া এধরনের ব্যবস্থা চালু হলে আমাদের এনআরবি উদ্যোক্তাদের সাথে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশাল এক সমন্বয় সাধিত হবে।

১৫। <u>ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক স্থাপন ঃ</u>

ঢাকা চেম্বারে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং ব্যবসায় নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল কাজ সহজ ও দ্রুত সম্পাদনের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ হেল্প ডেস্ক হতে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া হতে শুরু করে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের প্রদান করা হবে। এ ব্যাপারে আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি। এ হেল্প ডেস্ক থেকে চেম্বারের সদস্য ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান করা হবে।

ঢাকা চেম্বারের নব নির্বচিত পরিচালনা পর্ষদ-কে সময় দিয়ে আজকের এ ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মত ঢাকা চেম্বারের সহযোগিতার ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।